# নারী সমাজে দাওয়াত ও সংগঠন সম্প্রসারনের উপায়

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

# নারী সমাজে দাওয়াত
# ও
# সংগঠন সম্প্রসারণের উপায়

মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী

www.pathagar.com

নারী সমাজে দাওয়াত ও
সংগঠন সম্প্রসারণের উপায়
মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী

প্রকাশক
আবুতাহের মুহাম্মদ মা'ছুম
চেয়ারম্যান, প্রকাশনা বিভাগ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী
৫০৪/১, এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩৫৮৯৮৭, ৯৩৩১৫৮১, ৯৩৩১২৩৯

প্রকাশকাল

| | | | |
|---|---|---|---|
| প্রথম প্রকাশ | : | অক্টোবর | ২০০৪ |
| চতুর্থ মুদ্রণ | : | এপ্রিল | ২০০৯ |
| | | বৈশাখ | ১৪১৬ |
| | | রবি: সানি | ১৪৩০ |

নির্ধারিত মূল্য : ১০.০০ (দশ) টাকা মাত্র

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩, বড় মগবাজার, ঢাকা।

www.pathagar.com

# প্রকাশকের কথা

ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নারী সমাজের ভূমিকা অপরিসীম। মহানবী (সা.) এর সময় যেমন অগণিত পুরুষ সাহাবী (রা.) ছিলেন তেমনি অসংখ্য মহিলা সাহাবীও ছিলেন। যুগে যুগে দ্বীন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে নারী সমাজের ভূমিকা ইতিহাসে অত্যন্ত প্রজ্জ্বল। বাংলাদেশের জনসমষ্টির অর্ধেক নারী। তাই নারী সমাজকে বাদ দিয়ে কাঙ্ক্ষিত ইসলামী বিপ্লব সম্ভব নয়। মহিলাদের সক্রিয় অংশগ্রহণই ইসলামী সমাজ বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করতে পারে। সুতরাং এই নারী সমাজকে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের সংগ্রামী কাফেলায় শরীক করানোর জন্য দায়িত্বশীলা বোনদেরকেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে।

সর্বস্তরের মহিলাদের নিকট দ্বীনের দাওয়াত সঠিকভাবে পৌছানো এবং মজবুত সংগঠন গড়ে তোলার দিক নির্দেশনা দিয়ে সম্মানিত আমীরে জামায়াত ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের সাবেক শিল্পমন্ত্রী মাওলানা মতিউর রহমান নিজামী-২০০৪ সালের জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসে আল ফালাহ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা ও জেলা সেক্রেটারীদের সম্মেলনে ভাষণ দেন।

সর্বস্তরের মহিলা দায়িত্বশীল বোনদের নিকট সে মূল্যবান ভাষণখানা পৌছে দেয়ার জন্যই **নারী সমাজে দাওয়াত ও সংগঠন সম্প্রসারণের উপায়** নামক বইটি প্রকাশ করা হয়। ময়দানের চাহিদার প্রেক্ষিতে বইটির দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ২০০৫ এ। ইতোমধ্যে দ্বিতীয় মুদ্রণও শেষ হয়ে যায়। তাই পাঠকের চাহিদার প্রেক্ষিতে তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো।

আশা করি সংশ্লিষ্ট সকলেই দিক নির্দেশনাগুলি সঠিকভাবে বাস্তবায়ন করে দ্বীন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করবেন। আল্লাহ আমাদের সকলের প্রচেষ্টাকে কবুল করুন। আমীন।

**এটিএম মা'ছুম**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

بسم الله الرحمن الرحيم

আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আ'লামিন ওয়াসসালাতু ওয়াসসালামু আ'লা সাইয়্যেদিল মুরসালিন ওয়া আ'লা আলিহী ওয়া আসহাবিহী আজমাঈন। ওয়া আ'লাল্লাজিনাত্তাবাউহুম বি-ইহসানিন ইলা ইয়াওমিদ্দীন।

**বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য বোনেরা,**

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

২০০৪ সালের সূচনায় আপনাদের দুই দিনব্যাপী এ অনুষ্ঠান যথাসময়ে ডাকার জন্যে আমি আপনাদেরকে আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি এবং সেই সাথে এ অধিবেশনে যোগদান ও অংশগ্রহণের জন্যে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ।

আমি আশা করি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে ২০০৪ সালে মহিলা বিভাগের পক্ষ থেকে কী কী কাজ করা উচিত, কিভাবে কাজ করা উচিত- এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। সেই সাথে কেন্দ্রীয় জামায়াতের জন্যে আপনাদের কোন প্রস্তাব বা পরামর্শ থাকলে সেটাও আপনারা তৈরী করেছেন। ইনশা'আল্লাহ যথাসময়ে আপনাদের প্রস্তাব ও পরামর্শ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সংগঠন সিদ্ধান্ত দেবে।

ইসলামী আন্দোলন সকলের উপর ফরয। ঈমানদার নারী-পুরুষ নির্বিশেষে পরস্পর একে অপরের পরিপূরক ও সহায়ক শক্তি। দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। এ দৃষ্টিতেও মহিলা বিভাগের কাজকে জোরদার ও বেগবান করার প্রয়োজন আছে। তাছাড়া বর্তমান যুগসন্ধিক্ষণে নারী প্রগতি, নারী অধিকার-নারীর ক্ষমতায়ণের শ্লোগানগুলো নারী সমাজে ইসলামের ব্যাপারে যে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে, ইসলামী আন্দোলনের পথে বাধা প্রতিবন্ধকতা এবং জটিলতা সৃষ্টির অপপ্রয়াস চালাচ্ছে এর মুকাবিলার জন্য ইসলামী

www.pathagar.com

আন্দোলনের কাজকে মহিলাদের মধ্যে আরো বেশী সম্প্রসারিত করা এবং মজবুত করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে।

সারাদেশে মহিলাদের কাজের অগ্রগতি সাধন করতে হলে কী করা দরকার, আমাদের এ পথে কী কী বাধা ও প্রতিবন্ধকতা আছে এ সম্পর্কে জামায়াতে ইসলামীর কেন্দ্রীয় সংগঠনকে অবহিত করাও আপনাদের দায়িত্ব। সরাসরি মহিলাদের সাথে আপনাদের ওঠাবসা আছে, মতের আদান-প্রদান আছে, মেলামেশা আছে। এর আলোকে আপনারাই ভালো বলতে পারবেন মহিলাদের ইসলামী আন্দোলনের পথে মূল বাধা-প্রতিবন্ধকতা কী রয়েছে এবং সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করার জন্যে আমাদের পক্ষ থেকে বস্তুনিষ্ঠ কী কী পদক্ষেপ আমরা নিতে পারি।

আমি আশা করব আপনারা জামায়াতের পরিকল্পনা মাফিক কাজ করার পাশাপাশি কাজে গতি সৃষ্টির জন্যে, কাজকে আরো সম্প্রসারিত করার জন্যে এই বিষয়টিও আপনাদের নযরে রাখবেন। কাজের অগ্রগতি নির্ভর করে মূলতঃ একদল দক্ষ ও যোগ্য কর্মীবাহিনীর উপর। সেই সাথে কর্মীবাহিনী পরিচালনার উপযোগী দক্ষ ও যোগ্য নেতৃত্ব অপরিহার্য।

আপনাদের মাধ্যমে যে জিনিসটি আমরা চাইব তা হলো কেন্দ্রে আপনারা যারা দায়িত্বে আছেন তারা জিলা পর্যায়ে নেতৃত্বের একটা টীম গড়ে তোলার চেষ্টা করবেন। যারা শিক্ষিত, অল্পশিক্ষিত, অশিক্ষিত নির্বিশেষে নারী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম, নারী সমাজের আস্থা অর্জনে সক্ষম এবং নারী সমাজকে ইসলামের দিকে নিয়ে আসার ব্যাপারে একটি বাস্তব সম্মত কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম।

অনুরূপভাবে জিলা পর্যায়ে যারা দায়িত্ব পালন করছেন পৌরসভা ও উপজিলা পর্যায়ে তারা যাতে একটি টীম গঠন করতে পারেন সেজন্যে তাদেরকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিতে হবে। যারা একই ভাবে উচ্চশিক্ষিত, অল্প শিক্ষিত, অশিক্ষিত মা-বোনদের মাঝে ইসলামের পক্ষে চেতনা সৃষ্টি করতে পারেন, ইসলামের প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট করতে পারেন, ইসলামের দিকে তাদেরকে টেনে আনতে পারেন।

www.pathagar.com

এই কাজটি আঞ্জাম দিতে হলে নিজেদের ইসলামী জ্ঞানকে আরো মজবুত করতে হবে, নিজেদের আমল, আখলাক আরো মজবুত করে গড়ে তুলতে হবে এবং সেই সাথে ময়দানের কাজেও দক্ষতা ও যোগ্যতার পরিচয় দিতে হবে। ইসলামের বিপক্ষে যাদের অবস্থান তাদের প্রতি মনে আমাদের সহানুভূতি থাকা উচিত। আমরা যতটুকু সুযোগ পেয়েছি সরাসরি কোরআন-হাদীসের মাধ্যমে ইসলাম জানা, বুঝা ও ইসলামী আন্দোলনের পরিবেশে বিভিন্ন ব্যক্তিদের সহযোগিতায় ইসলাম সম্পর্কে ধারণা লাভ করার, তারা এ সুযোগ থেকে বঞ্চিত।

প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থায় ইসলামকে জানার কোন সুযোগ নেই বরং ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্তির ও ভুল বুঝাবুঝির সুযোগ আছে। সেই সাথে বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহর বিরুদ্ধে এবং খোদ ইসলামী আদর্শের বিরুদ্ধে যে তথ্য সন্ত্রাস ও অপপ্রচার চলছে এরও একটি প্রভাব-প্রতিক্রিয়া আমাদের দেশের শিক্ষিত নারী-পুরুষের মধ্যে আছে। এজন্যে এদের প্রতি সমালোচনামূখর না হয়ে সহানুভূতিশীল হওয়াটাই আমি দা'য়ী হিসাবে দায়িত্ব ও কর্তব্য মনে করি।

এদের ভুল ধারণা ভাঙ্গতে হলে ইসলামের সঠিক পরিচয় এদের কাছে তুলে ধরার জন্যে উদ্যোগ নিতে হবে এবং কৌশলী ভূমিকার মাধ্যমে এটা করতে হবে। সেই সাথে এদের মনের প্রশ্নের জওয়াব আপনি দিতে না পারলেও কী কী প্রশ্ন তাদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরিয়ে নিয়েছে তা সংগঠনের দায়িত্বশীলদের দৃষ্টিতে আনলে আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করে, অধ্যয়ন করে এগুলোর জওয়াব বের করতে ও প্রতিকারের পদক্ষেপ নিতে পারি।

আমি আবারও repeat করতে চাই আজকের দিনে মুসলিম উম্মাহর একটা বড় সমস্যা হলো রাষ্ট্রযন্ত্র যারা পরিচালনা করছেন অথবা দেশের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে যারা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ইসলাম সম্পর্কে তাদের সঠিক ধারণার অভাব রয়েছে। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে বলতে হয় তাদের অজ্ঞতা রয়েছে। তাদের সম্মানের দিকে চেয়ে হয়ত এটা আমরা বলব না। কিন্তু ভুল ধারণা ও বিভ্রান্তি আছে এ ব্যাপারে কোন

www.pathagar.com

সন্দেহ নেই। এটা নিরসনের জন্যে নারী পুরুষ উভয়কেই ধৈর্যের সাথে, সহনশীলতার সাথে, সহানুভূতির সাথে তাদের প্রতি দরদী মনোভাব নিয়ে ইসলামের সঠিক শিক্ষা, ইসলামের সঠিক পরিচয় উপস্থাপন করতে হবে।

আমি লক্ষ্য করে দেখেছি আমাদের সম্পর্কে যাদের পুঞ্জীভূত ভুল ধারণা হৃদয়ে, মন মগজে প্রতিষ্ঠিত ছিল, আমাদের সাথে উঠাবসার ফলে, মতের আদান-প্রদানের ফলে, তাদের অনেকের ধারণার মধ্যে পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু এখনো এটা অত্যন্ত সীমিত পর্যায়ে রয়েছে। এটাকে আমরা ব্যাপক থেকে ব্যাপকতর করতে পারি।

দাওয়াতের ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষকে, সাধারণ মহিলাদেরকে অবশ্যই দাওয়াত দিতে হবে। কিন্তু সাধারণ মানুষের নেতৃত্ব নারী হোক পুরুষ হোক শিক্ষিত লোকদের হাতে। এজন্যে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে যারা মোটামুটি বিভিন্ন সামাজিক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব দিচ্ছেন তাদেরকে দাওয়াতী টার্গেট নিয়ে তাদের উপরে পরিকল্পিতভাবে দাওয়াতী কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়া দরকার।

অবশ্যই সাধারণ মহিলাদের মধ্যে দাওয়াতী কাজ বন্ধ করে নয়। সেটা চলতে থাকবে। তার উপর বাড়তি একটি বিশেষ অগ্রাধিকার তালিকায় বুদ্ধিবৃত্তিক ময়দানে যারা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছেন এবং ইসলামের বিপক্ষে বিভ্রান্তি ছড়ানোর ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখছেন এদের বিভ্রান্তি যদি আমরা ষোল আনা দূর নাও করতে পারি, এদের বিরোধীতার ধার যদি একটু কমাতে পারি, একটু নিরপেক্ষ অবস্থানে আনতে পারি, এদের চিন্তায় যদি একটুও আমরা পরিবর্তন আনতে পারি, যদি এতটুকু স্বীকৃতি আসে "না এদেরকে যা মনে করতাম তা নয়" তাহলেও একটা বিরাট কাজ হতে পারে। আমি আশা করব আপনাদের কার্যক্রমের মধ্যে এ জিনিসগুলো থাকবে।

সংগঠন পরিচালনার ক্ষেত্রে আমি সে জিনিসটির উপর আবারও গুরুত্ব দিতে চাই যা গতকাল শপথের ৫টি বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে আমি কিছুটা আভাস-ইঙ্গিত দিয়েছি।

www.pathagar.com

ইসলাম ব্যক্তিকেন্দ্রিক জীবনব্যবস্থার নাম নয়। ইসলাম সামষ্টিক জীবনব্যবস্থার নাম। ইসলামের অনুসরণের জন্যে সামষ্টিক উদ্যোগ অপরিহার্য।

সামষ্টিক উদ্যোগ নিতে হলে সেখানে একার মর্জি মোতাবেক সবকিছু চলবে এটা মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। আল্লাহর রাসূল (সা.) আমাদের সামনে মডেল। তিনি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে পরিচালিত হয়েছেন তারপরও আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশ ছিল-وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ। তোমার সাথী-সঙ্গীদেরকে পরামর্শে শামিল কর। (আলে ইমরান : ১৫৯)

অতএব আপনাদের মধ্যে যারা কেন্দ্রীয় পর্যায়ে দায়িত্বে আছেন, জিলা পর্যায়ে দায়িত্বে আছেন তারা শুধু ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ভিত্তিতে সংগঠন পরিচালনা করবেন না। সাথী সংগীদেরকে কথা বলার সুযোগ দেবেন। সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষেত্রে তাদেরকে শরীক করবেন, তাদের পরামর্শ নেবেন। এভাবে পরামর্শ ভিত্তিক সিদ্ধান্ত নিলে আনুগত্য স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৃষ্টি হবে, সিদ্ধান্ত ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সকলের মনে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে।

এজন্যে আল্লাহর রাসূলকেও আল্লাহ তা'য়ালা পরামর্শের ভিত্তিতে কাজ করতে বলেছেন। এমনিভাবে আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের পরিচয় দিতে গিয়েও আল্লাহ তা'য়ালা সূরা আশ শূরার মধ্যে ঈমানদারের অনেকগুলো গুণের মধ্যে ঈমান, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল এবং নামায কায়েম ও যাকাতের পাশাপাশি-اَمْرُهُمْ شُوْرٰى بَيْنَهُمْ বলেছেন অর্থাৎ তাদের কাজ পরামর্শের ভিত্তিতে পরিচালিত হয়।

হাদীসে রাসূলে পরামর্শের উপরে অনেক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। এ পরামর্শের অংশ গ্রহণের অভ্যাস গড়ে উঠলে পরামর্শগুলো বাস্তব ভিত্তিক হবে। অবশ্য পরামর্শ দেয়ার ব্যাপারে কিছু শর্ত শরায়েত আছে। পরামর্শ অবাস্তব হওয়া উচিত নয়। একেবারে উচ্চাভিলাষী পরামর্শ হওয়াও উচিত নয়, বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব সম্মত হওয়া উচিত। ময়দানে যারা কাজ করে ঘাত প্রতিঘাতের মাধ্যমে তাদের চিন্তার ক্ষেত্রেও বাস্তবতার সাথে একটা সম্পর্ক

www.pathagar.com

সৃষ্টি হয়। অতএব ময়দানে যারা কাজ করছেন আমরা এ ব্যাপারে তাদের উপর আস্থা রাখতে পারি।

পরামর্শ যারা দিবেন তাদের মনটা পরিষ্কার থাকা দরকার যে আমি একলাই চিন্তা করিনা, আমাকে আল্লাহ তা'য়ালা সকল জ্ঞান দেন নাই, আমার সাথে যারা কাজ করেন তাদেরকেও আল্লাহ জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক দিয়েছেন; তাদেরও অভিজ্ঞতা আছে। অতএব আমি আমার পক্ষ থেকে সংগঠনের জন্যে যা ভালো মনে করি তা বলব এবং আল্লাহর দেয়া মেধা, যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা সবটা উজাড় করে আমি যুক্তিসহ আমার কথা পেশ করব। এরপরও যদি আমার প্রস্তাবের বিপরীত কোন সিদ্ধান্ত হয় সে সিদ্ধান্তকেও আমার সিদ্ধান্ত ধরে নিতে হবে।

দায়িত্বশীল যারা আছেন তারা পরামর্শ গ্রহণে কার্পণ্য করবেন না। আবার পরামর্শ যারা দিবেন তাদের মনটাও এ ব্যাপারে পরিষ্কার থাকতে হবে। আমি যে পরামর্শ দিলাম তা শুনলে আছি, না হলে নাই এমন মানসিকতা ইসলাম গ্রহণ করে না। আমাদের সংগঠনের প্রাণশক্তি দুইটি। একটি হল পরামর্শ, পরামর্শের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। শুধু বৈঠকে পরামর্শ যথেষ্ঠ নয় এবং বৈঠক কখনও হয়ত আমরা সাপ্তাহিক করি, কখনও মাসিক করি, কখনও ৩ মাস, ৬ মাস পর করি। বৈঠক ছাড়াও কোন সমস্যা আসলে কোন প্রোগ্রাম আসলে আশেপাশের সকলের সাথে আলাপ-আলোচনা, পরামর্শ করে কাজ করা উচিত। তাহলে একটি সুন্দর পরিবেশ তৈরী হবে এবং সকলের মনে উৎসাহ, উদ্দীপনার সাথে সংগঠনের সিদ্ধান্ত পরিকল্পনা ও কর্মসূচি বাস্তবায়নের মন-মানসিকতা তৈরী হবে।

পরামর্শের পর দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি আমাদের কাছে কম গুরুত্ব পাচ্ছে, যেটা আমি মজলিসে শূরায়ও এনেছি সেটা হলো সংশোধনের উদ্দেশ্যে গঠনমূলক সমালোচনা, যেটাকে আমরা 'মুহাসাবা' বলে থাকি। এটা ছাড়া সংগঠনের পবিত্রতা সংরক্ষণ হতে পারে না, সংগঠনে গতি আসতে পারে না; কাঙ্ক্ষিত মান রক্ষা হতে পারে না। লক্ষ্য করা যাচ্ছে এখানে কিছু ভয়-ভীতি কাজ করছে। পাছে কি হয়, কে'বা বেজার হয়, এমন একটা মানসিকতা কাজ করছে। অথচ মনের মধ্যে কিছু প্রশ্ন থাকলে তার প্রকাশ ঘটবেই, বাস্তবে ঘটছেও।

www.pathagar.com

মুহাসাবার স্বীকৃত একটি পদ্ধতি আছে। পদ্ধতি অনুযায়ী মুহাসাবা করলে সমস্যা হবার কথা নয়। তারপরও আমি শুনি, আমার কানে আসে আপনারা তো এ ময়দানে একটু পরে এসেছেন। যারা আরও আগে এসেছেন অর্থাৎ আমাদের ভাইদের মধ্যেও সমস্যা আছে। অনেকেই মুহাসাবা করতে চান না যে সম্পর্ক নষ্ট হবে। এই চিন্তা সঠিক নয়, আমাদের আন্দোলন আল্লাহকে রাজীখুশী করানোর জন্যে। সারা দুনিয়ার মানুষ যদি আমার প্রতি রাজী হয়, খুশী থাকে আর আল্লাহ নারাজ হন তাহলে আমার জীবন ষোল আনা ব্যর্থ। আর এর বিপরীত যদি আল্লাহ রাজী থাকেন সকলে নারাজ হন তাহলে আমার জীবন সার্থক। অবশ্যই বিনাকারণে অযৌক্তিক ও হটকারীভাবে দুনিয়ার মানুষকে নারাজ করার কথা আমি বলছি না। অত্যন্ত ভদ্রজনিতভাবে, বিনয়ের সাথে আল্লাহ, আল্লাহর রাসূলের শিখানো পদ্ধতিতে মানুষের ভুল-ভ্রান্তি সংশোধনের জন্যে মুহাসাবা করার পরেও যদি কারো সাথে সম্পর্ক নষ্ট হয় তাহলে এটাকে হিসাব করে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকলে চলবে না। মুহাসাবা যদি হতে থাকে নিয়মিত তাহলে কিন্তু সমস্যা হবে না। কিন্তু সবাই নীরব থেকে যদি একজন, দুইজন কথা বলে তাহলে একজন, দুইজন বিপদগ্রস্ত হতে বাধ্য।

এ ব্যাপারে আমাদের রুকনিয়াতের শপথের দাবী, এ মজলিসে শূরার সদস্য হিসেব দাবী, আমীরে জামায়াত হোক, অথবা যে কোন পর্যায়ের দায়িত্বশীল হোক, তাদের কোন কাজ যদি কোন ব্যক্তির জন্যে ক্ষতিকর মনে হয়, আন্দোলন, সংগঠনের জন্যে ক্ষতিকর মনে হয়- তাহলে প্রথমে তাদের দৃষ্টিতে আনতে হবে।

তারা যদি এটা কোন যুক্তি সংগত ব্যাখ্যা দিয়ে আপনাকে আশ্বস্থ করতে পারেন যে তিনি ঠিক আছেন তাহলে আলহামদুলিল্লাহ। আর যদি এই ব্যাখ্যাটা ব্যাখ্যার খাতিরে হয়। নিজেকে ডিফেন্সের খাতিরে ডিফেন্স দেয়া হয়। আপনি বুঝতে পারলেন যে এরপরও সত্যকে আড়াল করা হল তাহলে এটা প্রপার চ্যানেলে, প্রপার ফোরামে উত্থাপন করতে হবে। এগুলোকে গোপন করে রাখলে চলবে না।

কিছু জিনিস আছে ছোট খাট, এগুলো আমলে না নেওয়া ভালো। আল্লাহ তা'য়ালাও আমাদের অনেক গুনাহ এবং ভুলত্রুটি গোপন রাখছেন এবং

www.pathagar.com

মাফ করে দিচ্ছেন। এগুলো ভিন্ন কথা। দীনের একটা অর্থ নসিহা বা শুভ কামনা। এই শুভ কামনা সত্যিকার ভাবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে সমালোচনার মাধ্যমেই হতে পারে। প্রশংসার মাধ্যমে নয়। সামনে প্রশংসাকে আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে আল্লাহর রাসূল ক্ষতিকর বলেছেন। কেউ যদি সামনে কারো প্রশংসা করে তার মুখে ধুলা নিক্ষেপ করতে বলেছেন কি জন্যে? সামনে প্রশংসা মানুষের মধ্যে অহমিকাবোধ সৃষ্টি করে। আত্মম্ভরিতা সৃষ্টি করে। মানুষের নফসকে মোটা করে। তাই সামনে প্রশংসার পরিবর্তে যে ভুলত্রুটি আমাদের চোখে পড়ে, দরদী মন নিয়ে এগুলো সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। এই চেষ্টাটা আপাতত মূলতবী আছে। যা সংগঠনের জন্যে মোটেই কল্যাণকর মনে করি না। এ অবস্থা থাকলে সংগঠনের স্থবিরতা কাটানো যাবে না।

অতএব এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্যে আপনাদেরকে যার যার জায়গায় সাহসী ভূমিকা রাখতে হবে। অবশ্যই সমালোচনার ভাষা সংযত হতে হবে। তার মধ্যে দরদের ভাষা থাকতে হবে।

আপনাদের উদ্দেশ্যে সবশেষে যে কথাটা বলতে চাই তা হলো ইসলামের জীবনটা হলো ভারসাম্যপূর্ণ জীবন। আল্লাহর রাসূলের চেয়ে বেশী কাজ কেউ করেননি। তারপরও তাঁর জীবনে ভারসাম্য ছিল। একটা হাদীস থেকে আমরা সকলেই জানি একদল লোক আল্লাহর রাসূলের ইবাদত বন্দেগীর খোঁজ খবর নেয়ার জন্যে রসূলের (স.) ঘরে গিয়েছিল। তারা ছিল আহলে কিতাব, কেবল ইসলাম কবুল করেছে। রাসূল (সা.) কে তারা ঘরে পাননি। উম্মাহাতুল মো'মিনীনের সাথে তারা কথা বলেছেন। তখন তাদের মনে হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলের ইবাদতের পরিমাণ তো খুব বেশী নয় এবং তারা পরে একটি ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে যে তিনি তো আল্লাহর রাসূল। তার জন্যে তো এটা চলতে পারে।

তারা আশ্চর্যান্বিত হয়েছে যে, আল্লাহর রাসূলের আবার সংসার আছে। তিনি আবার বিবি বাচ্চাদেরকে সময় দেন। এরপর তারা কিছু কথাবার্তা বলেছেন। যে কথাগুলো আল্লাহর রাসূল দূরে থেকে শুনে কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছেন- তোমরা কি এই এই কথা বলেছিলে? তাদের কেউ বৈরাগ্যের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিছু কথা বলেছে কেউ বিবাহ শাদী না করার

www.pathagar.com

কথা বলেছে, কেউ রাত জেগে ইবাদাত করার কথা বলেছে, কেউ সারাদিন নফল রোজা পালনের কথা বলেছে। আল্লার রাসূল (সা.) বলেছেন, আল্লাহর কসম করে বলছি যার হাতে আমার জীবন আমি তোমাদের সকলের চেয়ে আল্লাহকে বেশী ভয় করি। তারপরও বিবি বাচ্চাদের জন্যে সময় দেই। সংসারের জন্যে সময় দেই, আমি রাতের কিছু অংশ জাগি, কিছু অংশ ঘুমাই। কোন দিন নফল রোজা রাখি, কোন দিন রাখিনা। এতদূর বলেই শেষ করেননি, আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন هَذَا مِنْ سُنَّتِىْ এটা আমার সুন্নাত, আমার তরীকা, আমার আদর্শ। এখানেই শেষ করেননি, আরও অগ্রসর হয়ে বলেছেন مَنْ رَّغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ আমার এই সুন্নাত তরীকা যারা বর্জন করবে তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভূক্ত নয়। আল্লাহর রাসূলের এই সুন্নাত তরীকাটাকে সামনে রেখে আমাদেরকে আন্দোলনে সময় দিতে হবে। এটা আল্লাহ তা'য়ালার পক্ষ থেকে নির্ধারিত ফরজ। আবার ঘর সংসারে আদর্শ মা, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ বোন, আদর্শ কন্যা হিসাবে দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করতে হবে। তাহলেই আমাদের ময়দানের কাজে আল্লাহ বরকত দিবেন। একদিকে বেশী কাজ করলাম আর অন্যান্য দিকগুলো উপেক্ষিত হল এটা অনাকাঙ্ক্ষিত। এগুলো কাজের গ্রহণযোগ্যতা, দাওয়াতের গ্রহণযোগ্যতার পথে বেশ বাধা এবং অন্তরায় সৃষ্টি করে। এজন্যে সার্বিক কাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে ভারসাম্য জীবনের অধিকারী যাতে আমরা হতে পারি সেদিকেও আমাদের নজর রাখতে হবে। কাজটা খুব সহজ নয়, বলা যত সহজ। এরপরও এটা দুঃসাধ্য নয়, আমরা যদি আল্লাহ তা'য়ালার কাছে তওফিক কামনা করে চেষ্টা করি, সাধনা করি, পরিশ্রম করি তাহলে অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে সাহায্য করবেন। কারণ এটা তারও ওয়াদা–

اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ۔

"তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো তবে আল্লাহও তোমাদের সাহায্য করবেন।" আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ হলো আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যে চেষ্টা করা। কারণ আল্লাহকে আমরা কি সাহায্য করব, তার সাহায্যই আমাদের প্রয়োজন।

আল্লাহ তা'য়ালা চান দীন কায়েম হোক, কিন্তু দীন কায়েমের জন্যে চেষ্টা করবে তার বান্দা। এই চেষ্টায় তিনি সাহায্য করবেন। এজন্যে আল্লাহর

www.pathagar.com

দীনের জন্যে কাজ করাকে আল্লাহকে সাহায্য করা হিসাবে আল্লাহ তা'য়ালা নিজে অভিহিত করেছেন। আল্লাহর দীনের জন্যে আমরা যদি আন্তরিকতার সাথে বলিষ্ঠতার সাথে কাজ করার সিদ্ধান্ত নেই এবং এই কাজের প্রয়োজনে ভারসাম্য রক্ষা করে আমাদের যাবতীয় কাজ আঞ্জাম দেয়ার সিদ্ধান্ত নেই, তাহলে অবশ্য অবশ্যই আল্লাহ তা'য়ালা এ কাজে সাহায্য করবেন। আল্লাহর সাহায্য পাওয়ার জন্যে আল্লাহর সাথে আমাদের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে নামাজের মাধ্যমে, কুরআনের সাথে সম্পর্ক নিবিড় করার মাধ্যমে।তাহলে আমাদের চলার পথের যেসকল বাধা আছে, প্রতিবন্ধকতা আছে আল্লাহ তা'য়ালা এগুলোকে সহজ করে দিবেন।

www.pathagar.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ـ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِى اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِىَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّااِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَاشَرِيْكَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ لَانَبِىَّ بَعْدَهٗ ـ

উপস্থিত বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর মহিলা বিভাগের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যবৃন্দ এবং বিভিন্ন জেলা থেকে আগত মহিলা বিভাগের **জেলা সেক্রেটারী বোনেরা –**

আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহ।

২০০৪ সালের দ্বিতীয় মাসের মাঝামাঝি সময়ে আপনাদের এই সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এর আগে আপনাদের মজলিসে শূরার বৈঠক হয়েছে গত মাসে। সেটাও যেমন গুরুত্বপূর্ণ ছিল তেমনি তার ধারাবাহিকতায় আপনাদের এই সম্মেলনটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী ২০০৪ সালের জন্যে যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে সে পরিকল্পনার আলোকে এবং এর দাবী অনুযায়ী মহিলাদের মাঝে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে সম্প্রসারিত করা এবং মহিলা বিভাগের সংগঠনকে মজবুত ও সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে দাঁড় করানোর দায়িত্বটি আপনাদের উপরে অর্পিত। মূল পরিকল্পনার আলোকে এ অঙ্গনে আপনাদের করণীয় কি এটা আপনাদের চিহ্নিত করতে হবে এবং সেটা বাস্তবায়নের জন্য আপনাদেরকে পদক্ষেপ নিতে হবে।

**প্রিয় দায়িত্বশীল বোনেরা,**

জামায়াতে ইসলামী সার্বিকভাবে এই দেশে ইসলামী আদর্শের বিজয়ের লক্ষ্যে যে পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হচ্ছে- সে পরিকল্পনার এবছরের লক্ষ্য ইসলামের সঠিক দাওয়াত আরো ব্যাপকভাবে উপস্থাপন করা। ইসলামের

www.pathagar.com

দাওয়াত বিভিন্ন দিক থেকে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের পরিকল্পনায় ইসলামের সঠিক দাওয়াতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) যুগে যুগে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছেন, তাদের দাওয়াতের ভাষা কি ছিল এবং দাওয়াতের প্রতিক্রিয়া কি ছিল এটাকে যদি আমরা সামনে রাখি তাহলে বর্তমানে যে দাওয়াত বিভিন্ন দিক থেকে দেওয়া হচ্ছে, সে দাওয়াত কতটা সঠিক ও যথার্থ তা বুঝা সহজ হবে। বিভিন্ন দিক থেকে ইসলামের দাওয়াত যেভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে অবশ্যই এটা ইসলামের দাওয়াত। কিন্তু ইসলামের দাওয়াতের সঠিক মেজাজ রক্ষা করা হচ্ছে কিনা এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা যেতে পারে।

ইসলামের সঠিক দাওয়াত কি এটা সরাসরি কুরআন থেকে আমাদের জানতে ও বুঝতে হবে। আম্বিয়ায়ে কেরাম (আ.) যে ভাষায় দাওয়াত দিয়েছিলেন কুরআনে তার উল্লেখ আছে। এ দাওয়াতের ভাষা হলো -

اَنِ اعْبُدُوْا اللّٰهَ مَالَكُمْ مِّنْ اِلٰهٍ غَيْرُهٗ ـ

অর্থ ঃ"তোমরা আল্লাহর বন্দেগী কর, তিনি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন ইলাহ নেই"। (সূরা আল মু'মিনুন : ৩২)

তোমরা এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী কর, দাসত্ব কর, আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই, আর কোন হুকুমদাতা, বিধানদাতা নেই, আর কোন সার্বভৌম শক্তির অধিকারী কোন কর্তৃপক্ষ নেই। দ্বিতীয় যে ভাষাটি আমরা পাই তা হলো ঃ

اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوْا الطَّاغُوْتَ ـ

"এক আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী কর এবং তাগুত বা খোদাদ্রোহী শক্তিকে অস্বীকার কর।"(সূরা আন নহল : ৩৬)

রাসূল (স.) এর দাওয়াতের ভাষা ছিল ঃ

قُوْلُوْا لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ـ

www.pathagar.com

"তোমরা ঘোষণা দাও আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই তাহলে তোমরা সফলকাম হবে।"

আম্বিয়ায়ে কেরামের দাওয়াতের আরেকটি ভাষা পাওয়া যায় তা হলো ঃ

فَاتَّقُوْا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوْنِ -

"আল্লাহকে ভয় কর এবং আমাকে অনুসরণ কর।"(আশ-শুআরা - ১৫০)

কুরআনে বর্ণিত দাওয়াতের এই ভাষাগুলোকে আমলে রেখেই জামায়াতে ইসলামী তার তিন দফা দাওয়াতের ভাষা সিলেক্ট করেছে। গঠনতন্ত্র থেকে এই তিন দফা দাওয়াতের ভাষা আমাদের ভালভাবে হৃদয়ঙ্গম করা দরকার। এর আলোকেই ইসলামের সঠিক দাওয়াত মানুষের সামনে উপস্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া দরকার। ইসলামের দাওয়াতের ব্যাপারে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এর প্রতি আল্লাহ তা'য়ালার নির্দেশনার মধ্যে প্রাথমিক পর্যায়ের একটি নির্দেশ হলো -

قُمْ فَاَنْذِرْ-وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ -

"(হে নবী) তুমি উঠো, জেগে উঠো, জড়তা পরিহার করো এবং মানব জাতিকে সতর্ক কর, সাবধান কর, আর তোমার রবের তাকবীরের ঘোষণা দাও।"

এই কথাটির মধ্যেই ইসলামের সঠিক দাওয়াতের মূল কথাটি আছে। ইসলামের সঠিক দাওয়াত হলো- আল্লাহর হুকুম না মানার পরিণতি সম্পর্কে মানব জাতিকে সতর্ক করতে হবে। দুনিয়ায় এর পরিণাম অশান্তি আর আখিরাতে এর পরিণতি মহা শাস্তি।

এই সতর্কীকরণ করা فَاَنْذِرْ অর্থ হলো আল্লাহর নাফরমানীর ফলশ্রুতিতে মানুষের মধ্যে যে অশান্তি, পাপাচার, দুরাচার সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে এ থেকে যদি মানুষ বাঁচতে চায়, শান্তি নিরাপত্তা পেতে চায় তাহলে এক আল্লাহর দাসত্ব, এক আল্লাহর বন্দেগী কবুল করা ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

www.pathagar.com

আল্লাহর গোলামী ও বন্দেগী না করার ফলেই দুনিয়ায় অশান্তি। এই অশান্তি ভোগান্তিই শেষ কথা নয়, এই দুনিয়ার জীবনের পরে আরেকটা জীবন আছে সেই জীবনে আরো মহাশাস্তি অপেক্ষা করছে।

অতএব এই দুনিয়ার অশান্তি থেকে মানুষ যদি বাঁচতে চায়, আখিরাতে মহাশাস্তি থেকে যদি মানুষ বাঁচতে চায়, তাহলে মানুষের জীবন জিন্দেগীর সবখানে এক আল্লাহর গোলামী বন্দেগী করতে হবে। আল্লাহ ছাড়া আর সকল শক্তির গোলামী বন্দেগী পরিহার করতে হবে। এটাই হলো ইসলামের সঠিক দাওয়াত। এই সঠিক দাওয়াতকে যেমন ভাইয়েরা পেশ করবেন তেমনি বোনদেরও পেশ করতে হবে। এটা আমাদের কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার এবারের লক্ষ্য। এটা প্রথম কথা।

দ্বিতীয় যে লক্ষ্যটি নির্ধারণ করা হয়েছে তা হল সংগঠনকে তৃণমূল পর্যায়ে নিয়ে যেতে হবে এবং মজবুত করতে হবে। ইসলামী আন্দোলন পরিচালনার দায়িত্বে যারা নিয়োজিত তাদেরকে দু'টি বিষয় সামনে রাখতে হবে; একটি হলো দাওয়াতী কার্যক্রম, আরেকটি হলো সংগঠন। এই দু'টিকে আমরা পাখির দু'টি ডানার সাথে তুলনা করতে পারি। একটি পাখি উড়ার জন্য যেমন দু'টি পাখা সমানভাবে সুস্থ্য, সবল এবং শক্তিশালী হওয়া অপরিহার্য। তেমনি একটি আন্দোলনেরও গতিশীলতা আনার জন্য শক্তি সঞ্চয়ের জন্য দাওয়াতী তৎপরতা এবং সাংগঠনিক তৎপরতা সমান্তরালভাবে চালাতে হবে।

তৃতীয় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তাহলো ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা কায়েমের জন্যে গণআকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা। আমরা ইসলামী আন্দোলন করছি আল্লাহ তা'য়ালাকে রাজী খুশী করার জন্যে এবং আখিরাতের শাস্তি থেকে নাজাত ও মুক্তির জন্যে, জান্নাতের জন্যে। আর এজন্যে যে কাজটি দুনিয়ায় করতে হবে সে কাজটি হলো আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার জন্যে আল্লাহ মানুষকে যতটা শক্তি, সামর্থ, যোগ্যতা ও দক্ষতা দিয়েছেন তার পূর্ণ সৎ ব্যবহার করা। আল্লাহ তা'য়ালা দীন কায়েমের আন্দোলনের যে নির্দেশ দিয়েছেন এই আন্দোলনে শরীক হওয়ার চূড়ান্ত সাফল্য উল্লেখ করা হয়েছে

www.pathagar.com

জান্নাতকে। কিন্তু দুনিয়ার বিজয়কে অস্বীকার করা হয়নি। দুনিয়াতে আল্লাহর দীনকে বিজয়ী করার প্রচেষ্টার পরেই জান্নাত পাওয়া যাবে। আযাবে আলীম থেকে নাযাত পাওয়া যাবে।

অতএব আল্লাহর দীন বিজয়ের জন্যে আমাদের চূড়ান্ত প্রচেষ্টা চালাতে হবে। এই প্রচেষ্টা চালাতে গিয়ে আমরা দুনিয়ার সাফল্য দেখতেও পারি, নাও পারি। আন্দোলনের ব্যক্তিগত সাফল্য হলো আমার কাজটি আল্লাহর কাছে মকবুল হওয়া, আল্লাহর কাছে মঞ্জুর হওয়া, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হওয়া। দীন যদি বিজয়ী বা প্রতিষ্ঠা নাও হয় আর আমার তৎপরতা আল্লাহর কাছে মকবুল হয় তাহলে আমি কামিয়াব, আন্দোলনে আমি সফল। আবার এর বিপরীত হলো দুনিয়ায় যদি বিজয় এসেও যায় আল্লাহর দীন প্রতিষ্ঠিতও হয় আর আমার কাজটি আল্লাহর দরবারে গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে ব্যক্তি হিসাবে আমি ব্যর্থ। এই দৃষ্টিভঙ্গি আমাদের সামনে রাখতে হবে। সেই সাথে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দীন বিজয়ী হোক এ ব্যাপারেও আমাদের কামনা বাসনা যেমন থাকবে তেমনি বিজয়ী করার জন্যে দৃঢ় সংকল্প আমাদের মনে থাকতে হবে। আর এই সংকল্প বাস্তবায়ন করতে হলে বাস্তব পদক্ষেপ নিতে হবে।

ইসলাম কায়েমের বাস্তব পদক্ষেপ কি? ইসলাম কায়েমের বাস্তব পদক্ষেপ হলো একদিকে একদল মানুষ তৈরী হতে হবে যারা সততার সাথে, স্বচ্ছতার সাথে, ন্যায় পরায়ণতার সাথে তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে। এই একদল লোক তৈরী হওয়া বড় শর্ত। বিজয়ের জন্য আল্লাহ তা'য়ালা এটাকে শর্ত করেছেন।

দ্বিতীয় বিষয়টি হলো আল্লাহ তা'য়ালা তার এই দীনকে মানুষের উপর জবরদস্তিভাবে চাপিয়ে দেন না। দীন কায়েমের জন্যে আল্লাহ তা'য়ালা নিজেই একটি সুন্নাত বা নীতি চালু রেখেছেন সেটা হলো মানুষের মধ্যেই আল্লাহর দীন কায়েমের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হতে হবে। দীন কায়েমের মাধ্যমে মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হতে হবে। আল্লাহ্ তা'য়ালার পরিষ্কার ঘোষণা ঃ

اِنَّ اللّٰهَ لَايُغَيِّرُ مَابِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ -

www.pathagar.com

আল্লাহ তা'য়ালা কোন জাতির ভাগ্য জবরদস্তি করে পরিবর্তন করে দেন না। একটা জাতির ভাগ্য আল্লাহ তা'য়ালা তখনি পরিবর্তন করে দেন এবং ভাগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেন যখন সে জাতির মধ্যে ভাগ্য পরিবর্তনের জন্যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ নেওয়া হয়।

এটাকে সামনে রেখে জামায়াতে ইসলামীর এবারের পরিকল্পনায় তৃতীয় যে লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে তাহলো ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্যে জনগণের মধ্যে আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করতে হবে। জনগণ যদি স্বতঃস্ফূর্তভাবে আল্লাহর আইন এবং সৎ লোকের শাসনের পক্ষ না নেয় তাহলে গায়ের জোরে, বল প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলাম কায়েম হতে পারে না। এটা আল্লাহ তা'য়ালাও পছন্দ করেন না এবং কোন নবী রাসূলও বল প্রয়োগের পথ অনুসরণ করেননি।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহও (স.) বল প্রয়োগ বা সন্ত্রাসের পথ অনুসরণ করেননি এটার অনুমোদনও দেননি। মক্কা তার জন্মভূমি। মক্কায় প্রথম ওহি নাযিল হয়েছে। তের বছর তিনি মক্কায় দাওয়াতও দিয়েছেন, কিন্তু মক্কায় দীন বিজয়ী হওয়ার আগে মদীনায় দীন বিজয়ী হয়েছে। মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করে যেতে হয়েছে। মদীনায় ইসলাম বিজয়ী হয়েছে কিভাবে? -মদীনাবাসী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) এর দাওয়াত ও নেতৃত্ব স্বতঃস্ফূর্তভাবে কবুল করার ফলে, কুরআনের আদর্শের ভিত্তিতে তাদের সমাজ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফলে। মক্কায় কেন হয়নি? মক্কাবাসী দীর্ঘ ১৩ বছরে আল্লাহর রাসূলের দাওয়াতকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করতে ব্যর্থ হওয়ার ফলে।

এখান থেকে আমরা যে দিক নির্দেশনা পাই তাহলো ইসলাম কায়েমের জন্য আল্লাহর নির্ধারিত এবং মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) অনুসৃত পদ্ধতি হলো- জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থনের ভিত্তিতে ইসলাম কায়েম হতে হবে। এটাকেই আধুনিক বিশ্বে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বলা হয়।

একশ্রেণীর মানুষ আছে এটাকে ইসলাম বিরোধী বলার চেষ্টা করে। তাদের ইসলামের বিধান সম্পর্কে জ্ঞানের ক্ষেত্রে দীনতা রয়েছে, বুঝের ক্ষেত্রে দীনতা রয়েছে। সেই সাথে তাদের পেছনে ইসলামের বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

চক্রান্তকারীদের হাত থাকাটাও অমূলক নয়। এ জন্য তিনটি লক্ষ্য আমরা নির্ধারণ করেছি। ইসলামের দাওয়াত সঠিকভাবে উপস্থাপন করা, সংগঠনকে 'তৃণমূল' পর্যায়ে মজবুত করা এবং জনগণের মধ্যে ইসলাম কায়েমের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি করা।

সার্বিকভাবে জামায়াতে ইসলামী এই লক্ষ্য অর্জনে চেষ্টা করছে। মহিলাদের অঙ্গনে এ প্রচেষ্টাকে জোরদার ও বেগবান করার দায়িত্ব আপনাদের উপরে ন্যাস্ত। সঠিক দাওয়াত মহিলাদের মধ্যে আপনারা পৌছাবেন। মহিলাদের মধ্যে সংগঠনের নেটওয়ার্ক আপনারা গড়ে তুলবেন এবং মহিলাদের মধ্যে ইসলামের ভিত্তিতে ভাগ্য পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির দায়িত্বটাও আপনাদের পালন করতে হবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আপনারা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার আলোকে আপনাদের ময়দানে দায়িত্ব পালন করবেন।

কেন্দ্রীয় সংগঠনের দায়িত্বে যারা আছেন তারা জেলা পর্যায়ে যারা আছেন তাদের করণীয় কি এগুলো নির্ধারণ করবেন। আমি আশা করব এ ব্যাপারে আপনারা অত্যন্ত বাস্তবধর্মী চিন্তাভাবনার ভিত্তিতে পদক্ষেপ নিতে সক্ষম হবেন। এই তিনটি লক্ষ্যই আমাদের এবারের পরিকল্পনার ভিত্তি। আমাদের দাওয়াত ও তাবলীগের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপগুলো তাও এটাকে সামনে রেখে নিতে হবে। সাংগঠনিক যে সমস্ত পদক্ষেপ আছে, তারবিয়তি যে সব পদক্ষেপ আছে ও সমাজ সেবামূলক যে কাজ আছে, সেই সাথে রাজনৈতিক ময়দানের যে সমস্ত কর্মকাণ্ড আছে তাও এই তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে করতে হবে। আমি আশা করি এই সম্মেলনে বিগত বছরের কার্যক্রমেরও পর্যালোচনা হবে। বিশেষ করে জেলা সেক্রেটারী হিসাবে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তাদের দায়িত্ব, কর্তব্য ও করণীয় সম্পর্কেও আলোচনা হবে। আমি এ ব্যাপারে একটি কথা সংক্ষেপে বলতে চাই, দায়িত্বের একটা দিক আছে যেটাকে আমরা বলি রুটিনভিত্তিক কর্মকাণ্ড।

জামায়াতে মোটামুটি এখন একটা কর্মধারা চালু হয়েছে। এর ভিত্তিতে দায়িত্বশীলদের সাংগঠনিক বৈঠক ও দাওয়াতী বৈঠক ইত্যাদি কতগুলো ছকের মধ্যে কমবেশী কিছু না কিছু কাজ হয়। এই রুটিন মাফিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণটাকে আমাদের দায়িত্বের সবটুকু মনে করা ঠিক হবে না।

www.pathagar.com

সমাজের অর্ধেক নারী। আর বর্তমান যুগটা নারী ক্ষমতায়নের শ্লোগানে মুখর। আমাদের দেশের সবকটি রাজনৈতিক দলের শ্লোগানের মধ্যে নারীর ক্ষমতায়নের বিষয়টি মূখ্য হয়ে আছে। ইসলামের দৃষ্টিতে এটা কতটা গ্রহণযোগ্য? কতটা গ্রহণযোগ্য নয়? আমি সে প্রশ্নে যেতে চাচ্ছি না। ইসলামের কাজের জন্য আম্বিয়ায়ে কিরামগণও নারী সমাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স.) নারী সমাজকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কুরআনে ইসলামী আন্দোলনের কাজকে নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরজ করা হয়েছে। "আমর বিল মারূফ ওয়া নাহি আনিল মুনকার" একটি জটিল এবং কঠিন কাজ। এই কাজটি আল্লাহ তা'য়ালা নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যে ফরজ করেছেন এবং নারী-পুরুষকে একে অপরের পরিপূরক, সহায়ক, সহযোগী হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এটাকে সামনে রেখেই আমাদেরকে নারী সমাজে ইসলামী আন্দোলনের কাজের সম্প্রসারণ এবং সংগঠন মজবুত করার বিষয়টি গুরুত্বসহ বিবেচনা করতে হবে। তার সাথে বাড়তি গুরুত্ব হলো- বর্তমান বিশ্ব পরিস্থিতি ও বিশ্বায়নের আপাতঃ মধুর বিভিন্ন শ্লোগানকে সামনে রাখা।

আমাদের বর্তমান অবস্থায় মহিলা অঙ্গনের কাজ বলতে গেলে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে। সারা দেশের রুকন সংখ্যা অনুপাতে মহিলারা এখনো চার ভাগের একভাগ। অথচ সমাজে নারী পুরুষের সংখ্যা সমান সমান এবং বর্তমানে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক অঙ্গনে ইসলাম বিরোধী বিভিন্ন আদর্শের সংগঠনের মধ্যে নারীদের বেশী প্রাধান্য দেখা যাচ্ছে। এই অবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে অথবা এই অবস্থাকে একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে ধরে নিয়ে যদি ইসলামী আন্দোলনকে সামনে এগুতে হয় তাহলে আমাদের নারী পুরুষের মধ্যে কাজের যে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে তা কমিয়ে আনতে হবে। এটা সমপর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে। এই পথে কি কি বাধা আছে? এই বাধা, অন্তরায়গুলো আপনাদেরই চিহ্নিত করতে হবে। মূল সংগঠনের সামনে এই বাধাগুলো চিহ্নিত করে বাধা মোকাবেলার জন্যে প্রয়োজনীয় পরামর্শ, বস্তুনিষ্ঠ পরামর্শ আপনাদের পক্ষ থেকে আসা দরকার।

এমনিভাবে নারী সমাজের মধ্যে কাজকে এগিয়ে নেওয়ার যে সম্ভাবনা এগুলো আপনাদের জানার সুযোগ সবচেয়ে বেশী। এই সম্ভাবনাগুলোকে

www.pathagar.com

কাজে লাগাতে হলে আমাদের করণীয় কী? এ ব্যাপারেও আপনাদের পক্ষ থেকে বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তবধর্মী পরামর্শ আসা দরকার। আমি আশা করি শুধু গতানুগতিকভাবে মূল সংগঠনের পক্ষ থেকে যতটুকু দায়িত্ব দেওয়া হবে ততটুকুর মধ্যে নিজেদেরকে সন্তুষ্ট রাখলে চলবে না। অবশ্যই মূল সংগঠনের সীমার মধ্যে থাকতে হবে। কিন্তু মূল সংগঠন আপনাদের কর্ম পরিধি বৃদ্ধি করবে আপনাদের উদ্যোগের ভিত্তিতে, আপনাদের কর্ম তৎপরতার ভিত্তিতে ও আপনাদের চিন্তা-চেতনার ভিত্তিতে।

এ জন্যে আজকে বর্তমান পরিস্থিতিকে সামনে রেখে ইসলামী আন্দোলনের মহিলা বিভাগের কাজকে কিভাবে আরো গতিশীল করা যায়, কিভাবে আরো বেগবান ও জোরদার করা যায় তা নিয়ে চিন্তা-ভাবনার মূল দায়িত্ব আপনাদের। এজন্যে মহিলা সংগঠনের কাজের সমস্যা চিহ্নিত করা দরকার। সেই সমস্যা সমাধানের উপায় কি কি হতে পারে এ ব্যাপারে আপনাদের পক্ষ থেকে পরামর্শ আসা দরকার। সম্ভাবনা কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় কী কী– এ ব্যাপারে আপনাদের পক্ষ থেকে খোলামেলা পরামর্শ আসা দরকার।

এরপরে আমি যে বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই সে বিষয়ে আপনাদের মজলিসে শূরার বৈঠকেও বলেছিলাম– তাহলো লোক তৈরী এবং ব্যক্তিগঠনের উপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে। কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরায় আপনারা যারা আছেন আমি বিগত বৈঠকে তাদেরকে বলেছিলাম লোক তৈরী একটি বড় কাজ এবং লোক তৈরী করতে হবে।

কেন্দ্রে যারা আছেন, কেন্দ্রের মূল দায়িত্বে যিনি আছেন, তার নিকট সাথী সঙ্গী যারা আছেন তাদের মধ্যে টীম স্প্রীট গড়ে তুলে কেন্দ্রে একটা ভাল টীম গড়ে তুলতে হবে যাতে গোটা দেশের কাজকে তারা ভাগাভাগি করে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে করতে পারেন। তাদের মূল কাজ হবে জেলা পর্যায়ে যারা আছেন তাদেরকে গড়ে তোলা। তারা যাতে তাদের ময়দানে সঠিকভাবে দায়িত্ব পালন করতে পারেন এব্যাপারে সহযোগিতা করা এবং জেলা পর্যায়ে যারা দায়িত্ব পালন করছেন তারা যাতে জেলা পর্যায়ের কাজ পরিচালনার জন্যে একটি নেতৃত্বের টীম গড়ে তুলতে পারেন। জেলা শহর

www.pathagar.com

এবং বিভিন্ন পৌরসভায় ও উপজেলা পর্যায়ে নেতৃত্ব দেওয়ার মত যোগ্যতা সম্পন্ন মহিলাদের পর্যায়ক্রমে গড়ে তোলার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

সেই লক্ষ্যে অগ্রাধিকার ভিত্তিক কার্যক্রম গ্রহণ করা। এই কাজটা আঞ্জাম দেওয়ার জন্যে কেন্দ্রে যারা আছেন তারা জেলার দায়িত্বশীলদের সাথে ব্যক্তিগত যোগাযোগ করবেন, পরামর্শ দিবেন, খোঁজ খবর নেবেন। জেলা সফরে সাংগঠনিক এবং দাওয়াতী দুই ধরনের প্রোগ্রামই হয়। সাধারণ সভার মাধ্যমে যেমন দাওয়াতী ভূমিকা রাখতে হয় তেমনি সাংগঠনিক বৈঠককেও গুরুত্ব দিতে হবে। আর তার পাশাপাশি মূল দায়িত্বশীল যারা মাঠ পর্যায়ে আছেন তাদের সাথে বিষয়টি গুরুত্বের সাথে আলাপ আলোচনা করতে হবে। এমনিভাবে জেলা থেকে যারা পৌরসভা ও উপজেলা সফর করেন তাদেরকেও সাধারণ সভার বক্তব্য দিয়ে নিজের কর্মস্থলে ফিরে আসলেই চলবে না। সংগঠনের যারা দায়িত্বশীল তাদের সাথে বসে কাজের খোঁজ নেয়া, সমস্যা বুঝা ও সমাধান দেয়ার চেষ্টা করতে হবে। আবার সংগঠনের যারা দায়িত্বশীল তাদের সাথে কিছু সময় দিয়ে তাদেরকে তৈরী করতে হবে। এভাবে লোক তৈরী আমাদের প্রধান কাজ। তার পাশাপাশি ইসলামের পক্ষে গণআকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির বিষয়টিও গুরুত্বসহ বিবেচনায় রাখতে হবে।

একদল যোগ্য মানুষ যদি সাধারণ মানুষের কাছে যোগ্যতা, দক্ষতা, সততা ও স্বচ্ছতা নিয়ে উপস্থাপিত হয় এবং নীতি-নৈতিকতার উপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে জনগণের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়, তাহলে এদেরকে কেন্দ্র করে এই জনগণের মধ্যে আস্থা এবং আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টি হতে পারে। আপনাদের সম্মেলনে এ বিষয়গুলো গুরুত্বসহ বিবেচিত হবে-এ আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি এই ক'টি কথা বলে দু'দিনব্যাপী মহিলা বিভাগের জেলা সেক্রেটারীদের এই সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। আমি আশা করি আপনাদের এই দু'দিনের অবস্থান সার্থক হবে, সফল হবে।

আল্লাহ হাফেজ।